দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদের পরীক্ষায় শিক্ষক বহিষ্কার যাব কোথায় যাচ্ছি কোথায় ?

পড়াশুনা

যে দেশে ছাত্রদের পরীক্ষায় শিক্ষক গ্রেফতার হন সেই দেশের ভবিষ্যৎ কি? একজন অভিভাবক আক্ষেপ করে প্রশ্ন ছুড়েছেন জাতির কাছে। তার এই প্রশ্ন জাতিকে আলোড়িত করবে কি জানি না। তবে আমরা তরুণকণ্ঠের পক্ষ থেকে মনে করি বিষয় বড়ই লজ্জার, সংকটের তো বটেই। দেশের স্বার্থেই এই ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলা দরকার। যারা পরীক্ষার হলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশ্নপত্রের উত্তর বলে দেন তারা কি আসলেই শিক্ষক নাকি নকলবাজদের প্রতিনিধি? শিক্ষক যদি ছাত্রদেরকে নকল করতে সাহস যোগায় তাহলে আমরা যাচ্ছি কোন গন্তব্যে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্তরিকতার কারণে এইবার নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিজস্ব স্কুলে নয় ভিন্ন স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পোস্টারিং -এর মাধ্যমে নকল বিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত হয়েছে নকল প্রতিরোধ কমিটি। বিভিন্ন বোর্ডের পক্ষ হইতে প্রয়োজনের অধিক সংখ্যক ভিজিল্যান্স টীমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বোর্ডের লোকজন অকস্মাৎ বিভিন্ন কেন্দ্রে হানা দিচ্ছেন। এরপরও কি পরীক্ষায় নকল কমেছে? না কমেনি। বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে নকলের চিত্র পাল্টানো হয়েছে। নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবার ভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজ স্কুলের পরীক্ষার্থীরা যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে বসেছে সেই কেন্দ্রে উক্ত স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাননি। এর ফলে কোথাও কোথাও পরিস্থিতির উন্নতি হলেও কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছে চরম অব্যবস্থা। দেশের অনেক স্থানে বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে গোপন সমঝোতা হয়েছে। আপনারা আমাদের ছেলেদের দেখবেন, আমরা আপনাদের ছেলেদের দেখবো-এই ধরনের গোপন সমঝোতায়-নীরব নকল উৎসব চলছে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে। এই ক্ষেত্রে সতর্ক প্রহরী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন শিক্ষকদের অনেকে। কোথাও কোথাও কেন্দ্রের বাইরের পরিবেশ দেখলে মনেই হবে না এখানে পরীক্ষায় হচ্ছে। বাইরে ছিমছাম, ভদ্র পরিবেশ। আর ভিতরে চলছে নকলের মহোৎ পরিদর্শকদের অনেকের কাজ হল ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের লোকজন ও পত্রিকার সাংবাদিক আসে কিনা তা দেখা। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সাংবাদিকের উপ টের পাওয়া মাত্রই কাশি দিয়ে অথবা বিশেষ সংকেত বাজিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের করে দেয়া হচ্ছে। কোন কোন স্কুলে ভিজিলেন্স টীমের সদস্য আসা মাত্রই শিক্ষকদের কেউ কেউ তাদেরকে আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বোর্ডের নকল বিরোধী প্রচারণার ফলে আগের নকলের ভয়াবহতা অর্থাৎ কেন্দ্রের বাইরে সহিংসতা কমেছে এটা সত্য। নকলের মহোৎসব কমেনি। অতীতে যেখানে পরীক্ষার্থীর চাচা মামা ভাই এম বাবা নকল সরবরাহের জন্য জটলা করতেন সেখানে পূজনীয় শিক্ষকদের কেউ দায়িত্ব পালন করছেন। এলাকার প্রভাবশালী লোকের ছে মেয়েদের অনেকেই প্রায় প্রকাশ্যে পরীক্ষায় নকল কর বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটছে।

পরীক্ষায় শিক্ষকরা কেন বহিষ্কার হবে এই প্রশ্ন দিয়ে লেখাটা শুরু করেছিলাম দেবে এই জবাব? যারা পড়ান, যারা ছাত্র–ছাত্রীদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার শেখাবেন যদি এই ধরনের অন্যায় করেন তাহলে কোথায় যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। অনে হয়তো বলবেন শিক্ষক সমাজের বিরাট অংশ নকল প্রতিরোধে সোচ্চার। শত ১০/১৫ জন শিক্ষকের দায়ভার সকল শিক্ষকের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় একইভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি বলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস করে শতকরা ১০/১৫ ভ কাজেই এজন্য সমগ্র ছাত্র সমাজকে দায়ী করা যাবে না। প্রিয় পাঠক, কো যাচ্ছি আমরা। একবার গভীর মনযোগ দিয়ে ভাবুন তো। রেজানুর রহ